বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
University Grants Commission of Bangladesh
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Website: www.ugc.gov.bd

স্মারক নংঃ ইউজিসি/বেঃবিঃ/৪৮৪(জেপা)/২০১৬/

তারিখঃ ০৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা

জনস্বার্থে এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর অধীনে সরকার কর্তৃক বর্তমানে ১০৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে। তবে ৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মামলা মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন ধরণের সমস্যা বিরাজমান সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা জনস্বার্থে এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে পূর্বের ন্যায় প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হালনাগাদ তথ্য সময়ে সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

ক) অবৈধভাবে ক্যাম্পাস পরিচালনা (০১টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১)**ইবাইস ইউনিভার্সিটি**-এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ **২টি ভাগে বিভক্ত** এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করেছে। দ্বন্দ্ব নিরসন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়েও একটি গ্রুপ মাননীয় আদালতে মামলা দায়ের করে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

ইবাইস ইউনিভার্সিটির বাড়ি নম্বর-২১/এ, সড়ক নম্বর-১৬ (পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ঠিকানাটি মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের ১ বছরের স্থগিতাদেশ থাকার জন্য (রিট পিটিশন নং ১২০১৭/২০১৬) কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত স্থগিতাদেশ এর কার্যকারিতা ভ্যাকেট হয়ে যাওয়ায় ইবাইস ইউনিভার্সিটির উক্ত ঠিকানা কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে delete করা হয়েছে। এছাড়াও বাড়ি - ১৬, রোড - ০৫, সেক্টর - ০৪ , উত্তরা ঠিকানায় ইবাইস ইউনিভার্সিটির অননুমোদিত ক্যাম্পাস রয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোনো ঠিকানা নেই।

খ) সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত, তবে মহামান্য আদালতের রায়/স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত (০১টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১)**আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি**- অনুমোদনকালীন সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ঠিকানা- ৩৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ১৭-০৬-২০১৩ তারিখের ৪৬৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ৫৪/১, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা-নর্দ্দা, ঢাকা-১২১২ ঠিকানা অনুমোদন দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০-০৪-২০১৮ তারিখের ৩৭ নম্বর পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তদন্তপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ৫৪/১, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা-নর্দ্দা, ঢাকা-১২১২ ঠিকানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এই ইউনিভার্সিটির উল্লিখিত ঠিকানায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী ফ্লোর স্পেস, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মত কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নাই।

এছাড়াও আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি-এর বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরী **Writ Petition-11613/2018 এর বিরুদ্ধে ইউজিসি প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং আমেরিকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় এর বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা খরচাসহ** গত ২৯-০১-২০২০ তারিখে ডিস্‌চার্জ হয়েছে।

গ) মাননীয় আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত (০১টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১)**সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ**- এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসের ঠিকানা ৭৩৯, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম ও ২২, শহীদ মির্জালেন, চট্টগ্রাম। মাননীয় আদালতের রায় অনুযায়ী উক্ত দু'টি ক্যাম্পাস ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্যাম্পাস অবৈধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৩০-১১-২০১৭ তারিখে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার জন্য কমিশনকে নির্দেশনা দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার জন্য ১৩-১২-২০১৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র দেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৭/২০১৯ এবং ০২/০৯/২০১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত ১৮৭৮৪/২০১৭নং রীট মামলায় মহামান্য আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বাভাবিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখা সংক্রান্ত কমিশনের ১৩/১২/২০১৭ তারিখের আদেশটি ০৯/০৯/২০১৯ তারিখ প্রত্যাহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা সংক্রান্ত ঘোষণামূলক মামলা ৪০২/১৬, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করা সংক্রান্ত রিট মামলা ১৮৭৮৪/২০১৭ এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তারকা চিহ্ন (*) প্রদান সংক্রান্ত রিট মামলা ৭৩২৬/২০১৮ মহামান্য আদালতে এখনো বিচারাধীন রয়েছে। মহামান্য আদালত ১৮৭৮৪/২০১৭ নং রিট মামলায় সর্বশেষ ১১/০১/২০১৯ তারিখ থেকে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য এবং ৭৩২৬/২০১৮নং রিট মামলায় সর্বশেষ ১৯/০৫/২০১৯ তারিখ থেকে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছেন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত পত্রদ্বয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের পার্শ্বে বর্ণিত তারকা চিহ্ন (***) প্রত্যাহার করা হয়েছে)

ঘ) অননুমোদিত ক্যাম্পাস পরিচালনা (০৯ টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) **ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ভবন বাড়ি-৭২, রোড-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা।

(২) **ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (ক) বাড়ি - ৭৮, রোড -১১/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (খ) বাড়ি - ৭ ও ৮, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (গ) বাড়ি - ৬৫, রোড -৮/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (ঘ) বাড়ি - ৪৭/এ, রোড -১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (ঙ) বাড়ি - ১১৫/এ, রোড -৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (চ) বাড়ি - ১১৯/এ, রোড -৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছ) বাড়ি - ৭৪, সাত মসজিদ রোড, শংকর প্লাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা (জ) ৬/২২, ব্লক - ই, লালমাটিয়া , ঢাকা।

(৩) **ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস বাড়ী- ২৬, রোড- ০৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(৪) **ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (ক) বাড়ি- ১০২/১, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭ (খ) বাড়ি- ১০০/বি, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭ (গ) বাড়ি- ১০৫, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭।

(৫) **উত্তরা ইউনিভার্সিটি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (ক) বাড়ী- ৫, রোড- ১২, সেক্টর ৬ (এনজেড সেন্টার), উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (খ) বাড়ী-৯, রোড- ৭/ডি, সেক্টর- ৯ (মমতাজ মহল), উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (গ) বাড়ী- ১২, রোড-রবীন্দ্র সরনি, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ঘ) হাউজ বিল্ডিং, বাড়ী- ০১, রোড- ১২, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ঙ) মেসেজ বিল্ডিং, বাড়ী- ০৭, রোড- ১৬, সেক্টর- ০৪, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০।

(৬) **শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ভবন (ক) বাড়ী- ১৩, রোড- ১৪, সেক্টর- ১৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (খ) বাড়ী ১১, রোড- ১৭-এ, সেক্টর- ১২, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (গ) বাড়ী ১২/১৪, রোড- ১৭/বি, সেক্টর- ১২, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ঘ) বাড়ী- ৮২, রোড- ১৫, সেক্টর- ১১, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (প্রশাসনিক ভবন) (ঙ) বাড়ী- ৩০, সোনারগাঁও জনপদ, সেক্টর- ০৬, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ক্রিয়েটিভ হাব)।

(৭) **ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ** - অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ভবন (ক) ৬৯/১/১, পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫ এবং (খ) ৬৯ কে,কে.কে.ভবন, পান্থপথ, ঢাকা- ১২০৫।

(৮) **সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (১) বাড়ি নং- ৬৪, সড়ক নং-১৮, ব্লক- বি, বনানী, ঢাকা। (২) বাড়ি নং- ৯৫, সড়ক নং-০৪, ব্লক- বি, বনানী, ঢাকা। (৩) বাড়ি নং- ২/এ, সড়ক নং-২৩/এ, ব্লক- বি, বনানী, ঢাকা। (৪) বাড়ি নং- ০১, সড়ক নং-১৭, ব্লক- সি, বনানী।

(৯) **নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (১) ৯৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা এবং (২) ২৪ মিরপুর রোড, গ্লোব শপিং সেন্টার, ঢাকা।

ঙ) <u>বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং আদালতে মামলা বিচারাধীন (০৪টি বিশ্ববিদ্যালয়)</u>

(১)ইবাইস ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ;(২) সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জনাব শামীম আহমেদ, শামীমাবাদ, বাগবাড়ি, সিলেট ঠিকানা-কে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে পত্র প্রদান করে। উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ মামলা দায়ের করেছে। মামলাটি মাননীয় আদালতে বিচারাধীন ;(৩) ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এবং (৪) সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম। **উল্লেখ্য যে, সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত ৭৩২৬/২০১৮ নং রিট পিটিশন এবং ১৮৭৮৪/২০১৭ নং রিট পিটিশনে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশ রয়েছে।** এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিওটি সংক্রান্ত ৪০২/১৬ নং ঘোষণামূলক একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

চ) <u>অননুমোদিত প্রোগ্রাম পরিচালনা (০৩টি বিশ্ববিদ্যালয়)</u>

(১) **জেড.এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়** - এম এ ইন ইংলিশ প্রোগ্রামটি কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালনা করছে।

(২) **পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি**- LLB-4 Yr, LLM-1 Yr এবং LLM-2 Yr প্রোগ্রাম কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালনা করছে।

(৩) **বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি** - Bachelor of Arts (B.A) in Fashion Studies এবং Bachelor of Apparel Merchandising and Management প্রোগ্রাম দুইটি গত ১০-০৩-২০২০ তারিখে অনুমোদন পায়। তার পূর্ব পর্যন্ত প্রোগ্রাম দুইটি অননুমোদিতভাবে পরিচালিত হয়েছে।

ছ) <u>সম্প্রতি অনুমোদনপ্রাপ্ত তবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে নাই (০৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়)</u>

১। <u>সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম তথা শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি অদ্যাবধি দেয়া হয়নি, তবে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ঃ</u>

(১) রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; (২) রূপায়ন এ. কে. এম শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; (৩) আহছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রাজশাহী); (৪) শাহ মখদুম ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী; (৫) খুলনা খান বাহাদুর আহছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং (৬) ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বরিশাল।

২। <u>শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়নি (০২টি বিশ্ববিদ্যালয়)</u>

(১) **কুইন্স ইউনিভার্সিটি** সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ০৬-০৯-২০১৫ তারিখে ০১ (এক) বছরের জন্য সাময়িকভাবে শর্ত সাপেক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পত্র দেয়। কিন্তু উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুইন্স ইউনিভার্সিটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হয় নাই।

(২) **দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা** - দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা সরকার কর্তৃক ০৪/১২/১৯৯৫ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত না করার কারণে ২২/১০/২০০৬ তারিখ সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধকালীন সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস ছিলঃ বাড়ি নং-০২, ব্লক-ডি, সেকশন-০১, হাউজিং এস্টেট, কুমিল্লা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের বন্ধ আদেশের (২০০৬ সালের) বিরুদ্ধে মহামান্য আদালতে রিট পিটিশন (নং-১৬৭১/২০১৪) দায়ের করে। মহামান্য আদালত উক্ত রিট মামলার রায়ে সরকারের বন্ধ আদেশকে অবৈধ ঘোষনা করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি কোন ঠিকানায় পরিদর্শন করা হবে তা স্পষ্ট না থাকায় স্পষ্টীকরণের জন্য ইউজিসি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬/০৩/২০১৮ তারিখের পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন পত্রে উল্লিখিত ১৫ ছায়াবাড়ি ভবন, রোড- ৩১, সেক্টর- ০৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ঠিকানা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ইউজিসি কর্তৃক গঠিত কমিটি উল্লিখিত ঠিকানায় পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র প্রেরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত পরিদর্শন সংক্রান্ত পত্রের বিরুদ্ধে মহামান্য আদালতে রীট মামলা (নং-৪২৬৩/২০১৮) দায়ের করে। রিট পিটিশন ৪২৬৩/২০১৮ এর রায়ের আলোকে কমিশনের ওয়েবসাইটে দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা-এর ২৭টি প্রোগ্রাম এবং ১৫ ছায়াবাড়ি ভবন, রোড- ৩১, সেক্টর- ০৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ঠিকানা আপলোড করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২/০৭/২০১৮ তারিখের পত্র এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৪২৬৩/২০১৮ নং মামলায় বিগত ০১/০৪/২০১৮ তারিখে প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশ (যা আপীল বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৭/২০১৮ নং CPLA/আপীল মামলায় বহাল রয়েছে) এবং কনটেম্পট পিটিশন নং ৬৫১/২০১৯ এর ১৯/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে ইউজিসি'র ওয়েবসাইটে দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা-এর ৪৩টি প্রোগ্রাম এবং ঠিকানা ৯/বি পলওয়েল কারনেশন, সেক্টর-৮, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ আপলোড করা হয়েছে।

গত ০৯/০২/২০২০ তারিখ কমিশন থেকে সরেজমিনে পরিদর্শনে ৯/বি পলওয়েল কারনেশন, সেক্টর-৮, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ঠিকানায় দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। উক্ত ভবনে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, ভবনের ৫ম তলায় দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা-এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। দুই মাস আগে ভবনের কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড) দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা-এর লোকজন এবং মালামাল বের করে দিয়ে ৫ম তলায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং সকল ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেই

মোতাবেক ৫ম তলায় গিয়ে দেখা যায় যে, ফ্লোরের প্রবেশ কক্ষে তালা ঝুলানো রয়েছে এবং সেখানে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, পলওয়েল কারনেশন শপিং সেন্টার। **উল্লেখ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দৈনিক পত্রিকায় সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।** এছাড়া বর্তমান বিওটির সদস্যদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ কমিশনে পাওয়া গিয়েছে। **উল্লেখ্য, কমিশন থেকে অদ্যাবধি দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এর শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়নি।**

জ) **গণ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অননুমোদিতভাবে পরিচালিত BBA, Environmental Science, MBBS, BDS এবং Physiotherapy প্রোগ্রামসমূহে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৯/১১/২০১৯ তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের স্থগিতাদেশ থাকার জন্য (রিট পিটিশন নং- ৭১৯৬/২০১৭) কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হলো।

ঝ) **দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** মাননীয় আদালতের আদেশ বলে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করা হয়েছে।

ঞ) **উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষঃ** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির সার্টিফিকেটে মূল স্বাক্ষরকারী হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন বিশ্ববিদ্যলয়ের আচার্য্য তথা মহামান্য রাষ্ট্রপতি। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৯৭ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৭ টিতে উপাচার্য, ২৩ টিতে উপ-উপাচার্য এবং ৫২ টিতে কোষাধ্যক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত রয়েছেন। ইউজিসির ওয়েবসাইটে এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, অদ্যাবধি কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা/ক্যাম্পাস/স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি কর্তৃক দেয়া হয়নি বিধায় কোনো বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্যও সতর্ক করা হলো। **তদপুরি, কেউ অনুমোদনবিহীন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত ক্যাম্পাস অথবা অননুমোদিত কোনো প্রোগ্রাম/কোর্সে ভর্তি হলে তার দায়-দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি নেবে না। কাজেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসে এবং অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইট (www.ugc.gov.bd) থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভর্তি হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হলো।**

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

২২/০৬/২০২০

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ।